পলিথিন ও প্লাস্টিকে বন্দি জীবন

চাই মুক্তি, চাই পরিত্রাণ

প্রতিবেদন
নাজমুল করিম সবুজ

সম্পাদনা
সাইফুদ্দিন আহমেদ
অমিত রঞ্জন দে

প্রকাশক
ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
ঢাকা, জুন ২০০৪

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ
বাড়ি নং # ৪৯, সড়ক নং # ৪/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৯৬৬৯৭৮১, ৮৬২৯২৭৩ ফ্যাক্সঃ ৮৬২৯২৭১
info@wbbtrust.org, www.wbbtrust.org

গবেষক দল

দেবরা ইফ্রইমসন
অমিত রঞ্জন দে, নাজনীন কবীর
নাজমুল করিম সবুজ

জরিপকারি

জিয়াউর রহমান লিটু, মারুফ রহমান, আজিজুল ইসলাম
গৌরব কুমার দাস, সৈয়দা অনন্যা রহমান

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় এই পুস্তিকা তথ্য বহুল করতে
সহায়ক হয়েছে তাদের সকলের প্রতি

কম্পিউটার

আলিমুল কবীর
নাজনীন কবীর

মুদ্রণঃ

আইমেক্স মিডিয়া

গবেষণা

পদ্ধতিঃ

এই প্রতিবেদন মূলতঃ জরিপ নির্ভর একটি গবেষণা কর্ম। গবেষণাটি নমুনায়ন ভিত্তিক। গবেষণায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রশ্নমালা পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নমুনা হিসেবে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে শুধুমাত্র ঢাকা শহরের মধ্যেই এই জরিপকার্য পরিচালনা করা হয়েছে।

জরিপ ঃ

জুন'০৪ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ১০৮০ জনের মধ্যে প্লাস্টিক বিষয়ে জরিপকার্য পরিচালনা করা হয়। এদের মধ্যে ১০০০ জন সাধারণ মানুষ, ৮০ জন ভ্রাম্যমান চা ও কফিওয়ালা। জরিপ শুরু করার পূর্বে একটি নমুনা জরিপের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়। জরিপকারিদের অর্ধ-দিবসব্যাপী তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জরিপ কাজে পাঠানো হয়।

এই প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে জরিপকারি ও বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
ঢাকা শহরের অবস্থা - সাধারণ জরিপ	৬
ভ্রাম্যমাণ চা কফি ওয়ালাদের উপর জরিপ	১৪
আলোচনা	১৯
সুপারিশমালা	২২
করণীয়	২৩
উপসংহার	২৪
মোড়কীকরণ	২৫
প্লাস্টিকের মোড়ক ও বোতল	২৭
প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণে চাই সরকারি পদক্ষেপ	২৯
প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর	৩০
পরিবেশ বাঁচাতে প্লাস্টিকের অপব্যবহার রোধ হোক	৩২

ভূমিকা

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা আজ আমাদের জীবনে গতি এনে দিয়েছে। প্রতিদিন বিজ্ঞানের আবিস্কার ও অগ্রযাত্রা আমাদেরকে মুগ্ধ করছে। ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞান আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ ও অনিয়মতান্ত্রিক ব্যবহার ডেকে আনছে বিপর্যয়। তেমনি পলিথিন ও প্লাস্টিক দ্রব্যের নানামুখী ব্যবহার আমাদের পরিবেশকে গ্রাস করছে।

আমরা আমাদের পূর্বের ভালো অভ্যাসগুলোকে ত্যাগ করে আধুনিকতা ও উন্নয়নের নামে প্রতিনিয়ত পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছি। আমরা পণ্যের চাকচিক্য বৃদ্ধিতে এবং সহজে বহনযোগ্য বা সামান্য আরাম আয়েসের জন্য অতিমাত্রায় প্যাকেটজাত, বোতলজাত পণ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছি। সারা দেশের আনাচে কানাচে ছেয়ে গেছে এই প্যাকেজিং ও বোতলজাত পণ্য। যা কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সুবিধা বয়ে আনলেও সামগ্রিকভাবে সীমাহীন ক্ষতি সাধন করছে।

পলিথিন দামে সস্তা ও এর সহজ লভ্য ব্যবহার আজ গোটা পরিবেশকে হুমকির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয় ১৯৮২ সালে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সারাদেশে ব্যাপকভাবে এর প্রসার ঘটে।

পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠনের পলিথিনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখে সরকার ২০০২ সালের মার্চ মাস থেকে সারাদেশে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার, উৎপাদন, বিপনন ও প্রদর্শনী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সরকারিভাবে নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে এর ব্যবহার সাময়িকভাবে কমে গিয়েছিল জনজীবন ও পরিবেশের উপর তার ইতিবাচক প্রভাব ফেললেও খুব বেশিদিন এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে পলিথিন ব্যাগ আবার বিভিন্ন চেহারায় বাজারে ফিরে আসছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজিং ও প্লাস্টিক বোতলজাত পণ্য সামগ্রীতে (যেমন মিনারেল ওয়াটার ও কোমল পানীয়র বোতলসহ হোটেল-রেস্টুরেন্টে একবার ব্যবহার্য্য থালা, বাটি, কাপ, গ্লাস) বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। এ সব সামগ্রীর ব্যবহার দিন দিন আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্লাস্টিক বোতলসহ পণ্য মোড়কীকরণে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের বর্জ্য যত্রতত্র ফেলে দেওয়ায় ড্রেন, নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে, জমিতে পড়ে জমি চাষের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্যাকেজিং ও প্লাস্টিক বোতলজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে এখনই এগিয়ে আসা দরকার। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের অভ্যাসেরও পরিবর্তন হচ্ছে। বাজারে গেলে দেখা যায় নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস চাকচিক্যময় মোড়কে আবদ্ধ অবস্থা রয়েছে। আমরা চাকচিক্যময় এই সমস্ত মোড়ক দেখেই পণ্যের মান ও পরিমান বিবেচনা না করে ক্রয় করছি।

পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ফলে পরিবেশ আন্দোলনে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এটি ধরে রাখা প্রয়োজন। এ জন্য সরকারকে আরো বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি সর্বস্তরের জনসাধারণ, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যমকেও এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এটিকে নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে নিয়ে আনা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কার কি ভূমিকা হওয়া উচিত। এ মুহূর্তে কি করা প্রয়োজন এবং এটি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের মানুষ কি করতে পারে তা নিয়েই ডাব্লিউবিবি'র এই গবেষণা প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সমূহ পলিথিন ও প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। আসুন আমরা সবাই মিলে অভ্যাসের সামান্যতম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করি।

ঢাকা শহরের অবস্থা
সাধারণ জরিপ

প্লাস্টিকের ব্যবহার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পলিথিনের মতো তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বোতল, প্লেট, বাটি, গ্লাস এবং মোড়কীকরণে ব্যবহৃত প্লাস্টিক সামগ্রী। কিন্তু তা নিয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া কি, তারা কি বিষয়টি নিয়ে ভাবছে? সে উত্তর খুঁজতে গিয়ে সম্প্রতি ঢাকা শহরে বসবাসকারী ১০০০ মানুষের মধ্যে কোমল পানীয় ও পানির জন্য প্লাস্টিকের বোতল এবং প্যাকেটজাত দ্রব্য ব্যবহার করছে কিনা, যারা করছে তারা কেন করছে, তাদের দৃষ্টিতে এগুলি পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর কোন খারাপ প্রভাব ফেলছে কিনা তার উপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপটি ব্যবসায়ী, চাকরিজীবি, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যেবিত্তসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে পরিচালনা করা হয়।

কোমলপানীয় ও পানির জন্য প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করে কিনা

ঢাকা শহরের ১০০০ জন মানুষের মধ্যে কোমল পানীয় ও পানির জন্য প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে ৯৫৯ জন প্লাস্টিক বোতল ব্যবহার করেন এবং মাত্র ৪১ জন প্লাস্টিক বোতল ব্যবহার করে না। অর্থাৎ ৯৬% মানুষ প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করেন এবং মাত্র ৪% কোন ধরনের প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করে না।

জরিপ পরিচালনার সময় অধিকাংশের সাথে আলাপ করে আরো দেখা যায় যে, যারা প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করে থাকেন তাদের অধিকাংশই সাধারণত একবার ব্যবহার করার পর এগুলি ফেলে দেন এবং তা যেখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। যে কারণে আমাদের পরিবেশ নোংরা হচ্ছে।

এ সব প্লাস্টিক দ্রব্য ড্রেনে-নদীতে পড়ে এবং মাটিতে অমিশ্রিত অবস্থায় থেকে আমাদের পরিবেশের যেমন ক্ষতি করছে তেমনিভাবে ক্ষতি করছে আমাদের অর্থনীতির।

কোমলপানীয় ও পানির জন্য প্লাস্টিকর বোতল ব্যবহার করে কিনা

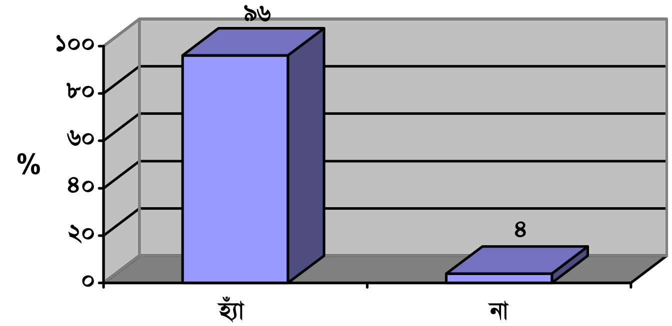

প্লাস্টিকের বোতল কেন ব্যবহার করে

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কাছে যখন জিজ্ঞেস করা হলো আপনারা প্লাস্টিকের বোতল কেন ব্যবহার করছেন তখন সে প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ২৪% মানুষ বলেছেন প্লাস্টিকের বোতল ওজনে হালকা এবং সহজে বহন করা যায়, ১৭% বলেছেন এটা দামে সস্তা, ১২% বলেছেন ভাঙ্গে না বিধায় অনেকদিন ব্যবহার করা যায়, ৫১% বলেছেন সহজে পাওয়া যায় এবং সবাই ব্যবহার করে তাই ব্যবহার করি।

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, যারা প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করছে তারা সবাই ব্যবহার করছে সহজে পাওয়া যায় বিধায় তারাও ব্যবহার করছেন। কেউ কেউ বলেছেন সহজে ভাঙ্গে না এবং অনেকদিন ব্যবহার করা যায় তাই তারা ব্যবহার করছেন। কিন্তু প্লাস্টিক বোতল না ভাঙ্গলেও সাধারণত ১/২ বার ব্যবহার করার পর সেটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং তা ফেলে দেয়া হয়।

কিছু মানুষ ওজনে হালকা ও বহন করা সুবিধা বলে জনগণ ব্যবহার করছেন বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক আরামের জন্য প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহৃত হচ্ছে। যদি আমরা সামগ্রীক উন্নয়ন এবং তার দীর্ঘ মেয়াদী সুফল পেতে চায় তাহলে মানুষের এই তৎক্ষনিক আরাম আয়েসের মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে এবং পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা ভাবতে হবে।

সেক্ষেত্রে কাঁচের বোতল দীর্ঘদিন বা বার বার ব্যবহার করা যায়, এতে যেমন আপনার অর্থ স্বাশ্রয় হবে এবং পরিবেশের উপর অধিকতর কম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। আসলে বেশিরভাগেরই প্লাস্টিক দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা ভাবনা নেই। মানুষকে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা এবং সহজ প্রাপ্য ও সুলভ মূল্যে বিকল্প সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চত করার মাধ্যমে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

প্লাস্টিকের বোতল কেন ব্যবহার করে

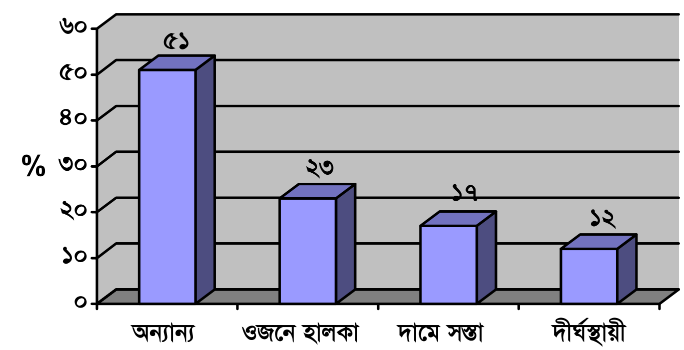

পলিথিনের ন্যায় প্লাস্টিক বোতলও কি পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ

পলিথিনের ন্যায় প্লাস্টিকের বোতলও পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ বা ক্ষতিকর কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায়, ৬৮% মানুষ মত প্রকাশ করেছেন পলিথিনের ন্যায় প্লাস্টিকের বোতলও পরিবেশের জন্য মারাত্নক হুমকি স্বরূপ, ১৮% মানুষ বলেছেন প্লাস্টিকের বোতল পরিবেশের কোন ক্ষতি করে না এবং ১৪% মানুষ বলেছেন এ সম্পর্কে তাদের কোন কিছু জানা নেই।

যদিও বেশিরভাগ মানুষ জানে প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ। তারপরও তারা এ সব দ্রব্য ব্যবহার করছেন। অর্থাৎ ক্ষতির ব্যাপকতা সম্পর্কে তাদের ধারণা কম এবং একে বর্জন করার যে মানসিকতা সেখানে ঘাটতি রয়েছে। কাজেই প্লাস্টিকের দ্রব্যে যে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে সে

সম্পর্কে মানুষের মনে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে হবে এবং তারা যেন মানসিকভাবে এটাকে বর্জন করে।

বর্তমানে প্লাস্টিক সামগ্রীতে সারাদেশ ছেয়ে গেছে। তাই শুধু জনগণকে সচেতন করলেই হবে না। বাজার থেকে প্লাস্টিক ও প্যাকেটজাত পণ্যের আধিক্য কমাতে হবে। প্যাকেটজাত দ্রব্য ও প্লাস্টিকের বোতলের উৎপাদন, বিপনন ও যত্রতত্র ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। জনগণকে এর কুফল সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন করতে হবে। সচেতনতার পাশাপাশি সহজে ব্যবহারযোগ্য বিকল্প সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে কাঁচের বোতলসহ অন্যান্য বিকল্প সামগ্রীর সরবরাহ বাড়াতে হবে এবং সবাইকে তা ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।

পলিথিনের ন্যায় প্লাস্টিক বোতলও কি পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ

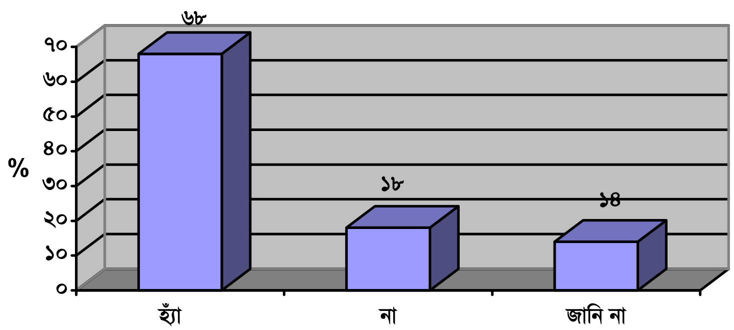

প্লাস্টিকের বোতল বর্জ্য ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থায় সমস্যা সৃষ্টি করছে কিনা

প্লাস্টিকের বোতল বর্জ্য ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থায় সমস্যা সৃষ্টি করছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ৯৫% মানুষ সমস্যা সৃষ্টি করছে বলে মত প্রকাশ করেছেন, ৩% মানুষ বলেছেন কোন সমস্যা সৃষ্টি করছে না এবং ২% বলেছেন এ বিষয়ে তাদের কোন ধারণা নেই।

প্লাস্টিক বোতল ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলে দেওয়ায় তা বর্জ্য ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থায় মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করছে সে বিষয়ে আজকে আর কারো সন্দেহ নেই। ’৯৮ সালে এবং এবারের বন্যা পরিস্থিতি পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্লাস্টিকের কারণে অচল হয়ে পড়া এবং তা দীর্ঘ দিন বিলম্ববিত হওয়ায় জনগণের যে দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে তা থেকে সহজেই এর ভয়াবহতা অনুমান করা যায় এমনিতেই ঢাকা শহরের বর্জ্য ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নানা কারণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তারপর যুক্ত হয়েছে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত প্লাস্টিক বোতল ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা। আসলে জনগণকে ভাবতে হবে প্লাস্টিক আমাদের পরিবেশ ও জীবনের জন্য কতটুকু উপযোগী।

জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারকেও বিকল্প সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে বিকল্প সামগ্রীর অপ্রতুলতা, বাজারে দোকানে সর্বস্থানে প্লাস্টিক সমাগ্রীর আধিক্য তৈরি হয়েছে। মানুষের মধ্যে দায়বদ্ধতার ঘাটতি এবং প্লাস্টিক দ্রব্যের উপর কোন প্রকার বিধি নিষেধ না থাকায় পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ রূপ লাভ করছে। এ ক্ষেত্রে বিকল্প সামগ্রীর আধিক্য যেমন প্রয়োজন তেমনিভাবে মানুষের মধ্যে দায়বদ্ধতা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। এখান থেকে তারা নিজেরাও যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন তা আরো স্পষ্টভাবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি সরকারিভাবে এটির নিয়ন্ত্রণে একটি বিধিমালা থাকা প্রয়োজন।

প্লাস্টিকের বোতল বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় সমস্যা সৃষ্টি করছে কিনা

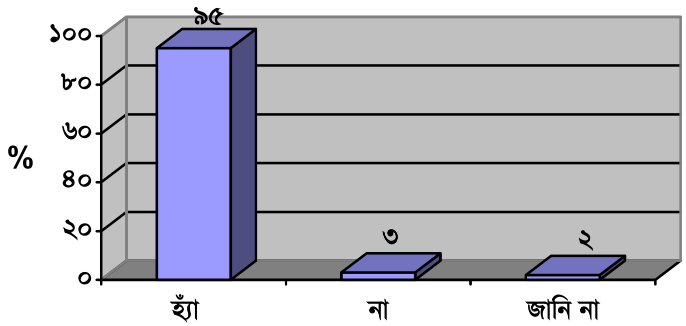

প্লাস্টিকের বোতল কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে

প্লাস্টিকের বোতল কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ বলেছেন প্লাস্টিকের বোতল পরিবেশ স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। উত্তর প্রদানকারীদের মধ্যে ৮৪% মানুষ বলেছেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে, ৮% পরিবেশের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে না এবং ৮% এ সম্পর্কে কিছু জানি না বলে মত প্রকাশ করেন।

স্বাস্থ্যগত বিষয়ে ৬৩% বলেছেন স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে, ১৯% বলেছেন কোন প্রকার ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে না এবং ১৮% প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার স্বাস্থ্যের উপর কোন ধরনের খারাপ প্রভাব ফেলছে কিনা সে সম্পর্কে জানে না।

আবার অর্থনীতির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে ৫৭% মানুষ বলেছেন এগুলি দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ২০% বলেছেন কোন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে না এবং ২৩% এ বিষয়ে কিছু জানে না বলে মত প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও ১% আরো অনেক ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে বলে মত প্রকাশ করেন।

উপরের তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, প্লাস্টিক দ্রব্য সামগ্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের ক্ষতি করছে। বিশেষ করে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাপক। এরপরও মানুষ তা ব্যবহার করছে। এ থেকে বোঝা যায় প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার আমাদের নিত্য দিনের একটি খারাপ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

মানুষকে তার অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এই খারাপ অভ্যাসগুলোকে ত্যাগ করতে হবে এবং এটা উপলব্ধিতে আনতে হবে যে আমাদের কারণে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং আমরাই তার জন্য ভূক্তভূগি হচ্ছি। সুতরাং প্লাস্টিকজনিত তথা আমাদের সামান্য আরাম আয়েসের জন্য আমরাই যে পরিবেশ বিপর্যয় ডেকে আনছি তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিকভাবেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে আমাদের পরিবেশ আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে। আমাদের অভ্যাসের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই প্লাস্টিকের মত ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার রোধে এগিয়ে আসতে হবে। আর সেই সাথে সরকারকে জনগণের মাঝে সহজে ও সুলভে বিকল্প সামগ্রী সরবরাহ, তাদেরকে কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে হবে। বিকল্প সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে সচেতন করার মাধ্যমে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব।

প্লাস্টিকের বোতল কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে

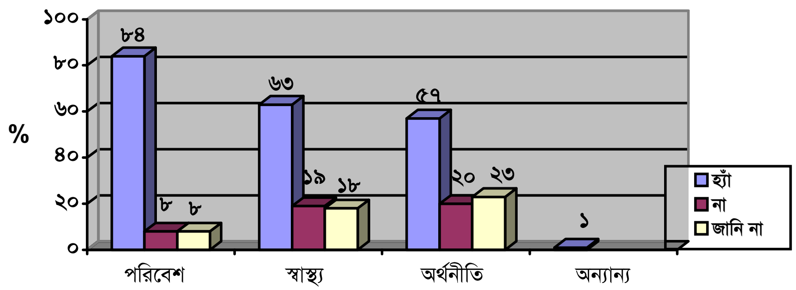

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্যাকেটজাত অবস্থায় না থাকলে জনগণ তা কিনবে কিনা

সাধারণ মানুষের মধ্যে এ জরিপ পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের প্রশ্ন ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্যাকেটজাত অবস্থায় না থাকলে তারা তা কিনবে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা গেছে যে, ৭৭% মানুষ মত প্রকাশ করেছেন খোলা অবস্থায় থাকলেও তারা এ সব পণ্য কিনবেন, ১৯% বলেছেন প্যাকেটজাত অবস্থায় না থাকলে তারা কিনবেন না এবং ৫% মানুষের এ বিষয়ে তেমন কোন মতামত নেই।

অধিকাংশ মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখা গেছে যে তারা খোলা অবস্থায় ফ্রেস ও টাটকা জিনিস কিনতে চায়। কিন্তু তারপরেও অনেকেই বর্তমানে পশিং মলের দিকে ধাবিত হতে দেখা যাচ্ছে। এদের অধিকাংশই বিজ্ঞাপনের শিকার হয়ে শপিং মলে যাওয়ায় আকৃষ্ট হচ্ছেন। সেখানে সাধারণত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্যাকেজিং এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অনেক শপিং মল ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে প্যাকেজিং ছাড়া পণ্য পাওয়া যায় না।

এই প্যাকেজিং এর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে পলিথিন বা প্লাস্টিক দ্রব্য। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাদ্য মান সম্পন্ন নয় এবং এ সব পণ্যের গায়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ লিখা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতারা এ সব পণ্য ক্রয় করে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

মোড়কে আবদ্ধ জিনিস কেনার মধ্য দিয়ে মানুষ টাটকা জিনিস কেনার পরিবর্তে বাসি জিনিস কিনছে। অনেকের ধারণা প্যাকেটজাত পণ্য মানে ভাল পণ্য। এ ধারণা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে খোলা তরিতরকারি, ফলমূল আর প্যাকেটে আবদ্ধ তরিতরকারি, ফলমূল কোনটা বেশি টাটকা। এ অবস্থা অবশ্য ক্রেতাদেরকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে এবং তা মোকাবেলায় তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের আশেপাশেই নানা ধরণের টাটাকা শাক-সবজি ও ফলমূল পাওয়া যায়। যতদুর সম্ভব বাজার থেকে কাঁচা তরিতরকারি-ফলমূল ও টাটকা জিনিস কেনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ক্রেতা যদি মোড়কজাত পণ্য ক্রয় না করে তবে আপনা-আপনি এর ব্যবহার কমে আসবে। মোড়কীকরণের উপরও সরকারিভাবে নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। সর্বোপরি প্যাকেটজাত পণ্য যথাসম্ভব বর্জনের মাধ্যমে এসব পণ্য রোধে এগিয়ে আসা এখন সময়ের দাবী।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মোড়কজাত অবস্থায় না থাকলে জনগণ তা কিনবে কিনা

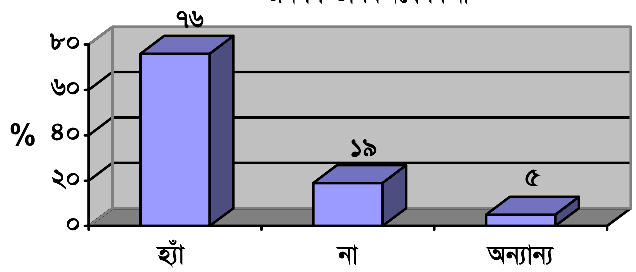

কোমল পানীয় এবং পানির জন্য প্লাস্টিকের ও কাঁচের বোতলের দাম সমান হলে কোনটা কিনবে

কোমল পানীয় এবং পানির জন্য প্লাস্টিকের ও কাঁচের বোতলের দাম সমান হলে কোনটা কিনবে, এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ৭৮% মানুষ কাঁচের বোতল কিনবেন বলে মত প্রকাশ করেছেন, ২২% মানুষ প্লাস্টিকের বোতল কিনবেন এবং ১% মানুষ বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

প্লাস্টিকের ও কাঁচের বোতলের দাম সমান হলে অধিকাংশ মানুষ কাঁচের বোতল ক্রয় করবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ মানুষ প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে কাঁচের বোতল ব্যবহার করতে আগ্রহী। কিন্তু কাঁচের বোতলের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়।

কাঁচের বোতল উৎপাদন করার জন্য আমাদের দেশে প্রচুর পরিমানে কাঁচামাল রয়েছে এবং উৎপাদন করার সুব্যবস্থাও রয়েছে। কাঁচের বোতল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কারখানায় অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং তা দেশের অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আবার কাঁচের বোতল পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। একটি কাঁচের বোতল দীর্ঘদিন এবং বারবার পরিস্কার করে ব্যবহার করা যায়।

সুতরাং কোমলপানীয় ও পানির জন্য কাঁচের বোতলের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং কাঁচের বোতলে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারকে বাণিজ্য সুবিধা দিতে হবে। প্রয়োজনে কাঁচের বোতলের উপর ভর্তুকি দেওয়ার মাধ্যমে কাঁচের বোতলকে সহজলভ্য করে তোলা এবং জনগণকে তা ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।

কোমল পানীয় ও পানির জন্য প্লাস্টিকের ও কাঁচের বোতলের দাম সমান হলে কোনটা কিনবে

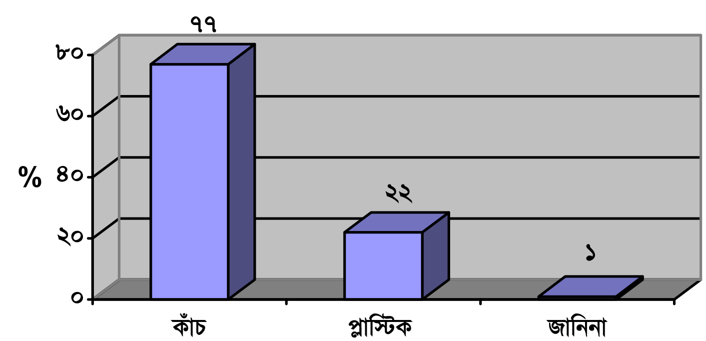

প্লাস্টিকের বোতল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতি সাধন করছে সেক্ষেত্রে এর নিয়ন্ত্রণে সরকারিভাবে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার

প্লাস্টিকের বোতল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতি সাধন করছে, সেক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বোতল নিয়ন্ত্রণে সরকারিভাবে কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ৩৯% মানুষ প্লাস্টিকের উপর কর বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন, ৫১% বলেছেন শুধু করারোপ করেই প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় এবং ১১% আরো বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেন।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ৮২% মানুষ বলেছেন প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নের বিকল্প নেই, ১৪% বলেছেন শুধু আইন প্রণয়ন করে প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় এবং ৫% মানুষ কি করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই।

কিভাবে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে সে প্রসঙ্গে ৮৭% মানুষ বলেছেন কম দামে বিকল্প সামগ্রী সরবরাহ করে এটি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, ৭% বলেছেন শুধু বিকল্প সামগ্রী সরবরাহ করে সম্ভব নয় ও ৬% কিভাবে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে সে সম্পর্কে তাদের জানা নেই। জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রশ্নে ৯১% মানুষ বলেছেন জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে প্লাস্টিকের বোতল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, ৬% নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না, ৩% মানুষ জানে না প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কি করা প্রয়োজন এবং ২% মানুষ আরো বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ মানুষ জনসচেতনতা বৃদ্ধি ৯১%, কমদামে বিকল্প সামগ্রীর সরবরাহ ৮৭%, আইন প্রণয়ন ৮২% এবং ৫১% করারোপের মাধ্যমে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব।

প্লাস্টিকের বোতল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতি সাধন করছে সেক্ষেত্রে এর নিয়ন্ত্রণে সরকারিভাবে কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার

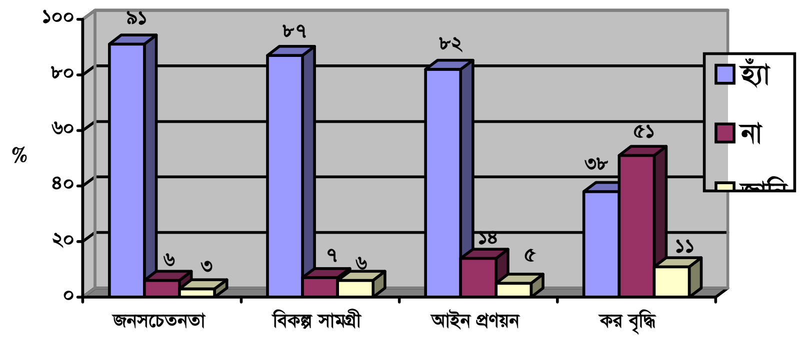

পলিথিন ব্যাগ পুরোপুরি বন্ধ করতে সরকারের কোন করণীয় আছে কিনা

পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ ঘোষণা করে সরকার আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু এখনো পযর্ন্ত বাজারে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমতবস্থায় তা পুরোপুরি বন্ধ করতে সরকারের কোন করণীয় আছে কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ৯৬% মানুষ বলেছেন বন্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যাগ পুরোপুরি বন্ধ করতে সরকারি পদক্ষেপ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ৩% বলেছেন সরকারের আসলে কোন কিছু করার নেই। ১% জানে না যে কিভাবে পলিথিন ব্যাগ পুরোপুরি বন্ধ হবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় অধিকাংশ জনগণই (৯৬%) পলিথিন ব্যাগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে সরকারকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, বিকল্প সামগ্রির সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতা নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারি

পদক্ষেপ আরো বেশি শক্তিশালী করা প্রয়োজন। পাশাপাশি অন্য আর যারা এটির নিয়ন্ত্রণে কাজ করছিলেন বা করছেন তাদেরকেও আরো বেশি আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। তাহলেই কেবলমাত্র পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব।

পলিথিন ব্যাগ বন্ধ করতে সরকারের কোন করণীয় আছে কি না জানি না

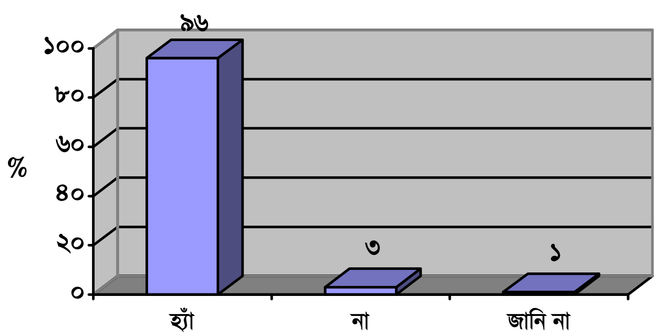

(কেস স্টাডি)

পলিথিন ব্যবহার না করেও বাসায় পলিথিন কমাতে পারেনি

মিসেস নাজমা বেগম একজন গৃহিনী। তিনি পলিথিন ব্যবহার করেন না। তারপরও বাসায় পলিথিনের ব্যবহার রোধ করতে পারেননি। তিনি লক্ষ্য করেছেন আগের তুলনায় তার বাসায় এখন প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার বেশি দেখা যাচ্ছে। কারণ প্রায় নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই পলিথিন ও প্লাস্টিকের মোড়কে বা পাত্রে সাহায্যে ঘরে আসে। এ সব দ্রব্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে আমরা কিনে আনছি।

কোমলপানীয় প্রথম দিকে বড় কাঁচের বোতলে করে বাজারজাত করা হতো। এখন কাঁচের বোতলে সরবরাহ নেই বললেই চলে। ফলে আমাকে প্লাস্টিকের বোতল কেনার জন্য বাড়তি টাকা খরচ করতে হচ্ছে এবং অপ্রয়োজনে বাসায় আবর্জনা জমা হচ্ছে।

এ সব প্লাস্টিক দ্রব্য আমার ঘরকে যেমন নোংরা করে ফেলছে তেমনি তা আবার রাস্তা ঘাট নোংরা করছে এবং ড্রেনে গিয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে।

প্লাস্টিক দ্রব্য ধবংস করছে দেশের মৃৎশিল্প

প্লাস্টিক দ্রব্যের দৌরাত্বের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেশের মৃৎশিল্প। ধবংস হয়ে যাচ্ছে আমাদের মৃৎশিল্পে সাথে জরিত কুমার সম্প্রদায়। মৃৎশিল্পীরা নিত্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। প্লাস্টিক দ্রব্যের প্রভাবে তারা এই সব জিনিস বাজারজাত করতে পারছে না। ফলে কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ছে বহু মানুষ। আজ আর তারা এ পেশায় থাকতে পারছে না। জীবনের প্রয়োজনে তাদের পৈতৃক পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

ঢাকা শহরের অবস্থা

ভ্রাম্যমান চা ও কফি ওয়ালা উপর জরিপ

বর্তমানে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং উন্মুক্তভাবে হকারদের মাধ্যমে চা বা কফি বিক্রির জন্য কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক দ্রব্য। যা পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষণ করছে। ডেকে আনছে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কৌশল নির্ধারনে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার ৮০ জন চা ও কফি বিক্রেতার মধ্যে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। তারা কি ধরণের কাপে চা ও কফি বিক্রি করে থাকেন, যারা প্লাস্টিকের কাপে চা, কফি বিক্রি করছেন তারা কেন করছে, প্রকৃত পক্ষে প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার করায় সে কতটুকু লাভবান হচ্ছে এবং সামগ্রিক পরিবেশের উপর তার কি প্রভাব পড়ছে। এ জরিপের মাধ্যমে তার প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। জরিপে যে ৮০ জন ভ্রাম্যমাণ চা ও কফি ওয়ালার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এদের মধ্যে ৩০ জন প্লাস্টিকের কাপে ও ৩৭ জন সিরামিকের এবং ১৯ জন ছোট গ্লাসে বা কাঁচের কাপে চা বিক্রি না করে থাকে। কেউ কেউ একাধিক কাপে বা গ্লাস ব্যবহার করে থাকে। যে কারণে এখানে ব্যক্তির চেয়ে কাপের ব্যবহারের পরিমাণ বেশি হয়েছে।

দিনে কত কাপ চা বিক্রি করে

দিনে কত কাপ চা বিক্রি করে এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, তারা দিনে গড়ে ১২২ কাপ চা ও ১৪ কাপ কফি বিক্রি করে থাকেন। এদের মধ্যে যারা প্লাস্টিকের কাপে চা, কফি বিক্রি করছেন তাদের ঘামে ও পরিশ্রমে অর্জিত অর্থের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার করার কারণে। কারণ এগুলি একবারের বেশি ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

কি ধরণের কাপে চা বিক্রি করে

কি ধরণের কাপে চা বা কফি বিক্রি করে এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ৩০ জন বলেছেন প্লাস্টিকের কাপে, ৩৭ জন সিরামিকের কাপে এবং ১৯ জন ছোট গ্লাসে বা কাঁচের কাপে তারা চা, কফি বিক্রি করে থাকে। আমরা এখান থেকে দেখছি যে এখনো অধিকাংশ চা, কফি বিক্রেতা কাঁচের গ্লাসে বা সিরামিকের কাপে চা, কফি বিক্রি করছেন এবং অনেক মানুষ কাঁচের গ্লাসে বা সিরামিকের কাপে চা, কফি পান করছেন। তারপর একটা বড় অংশ প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার করছেন এবং দিনদিন এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্লাস্টিকের কাপে চা, কফি পান করার এই অভ্যাস স্থায়ী রূপ লাভ করার আগেই জনগণকে প্লাস্টিক কাপের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। কারণ একবার অভ্যস্ততায় পরিণত হলে তা পরিবর্তন করা খুবই দুঃসাধ্য। তাই এখনই প্লাস্টিকের কাপ নিয়ন্ত্রণে সবাইকে এগিয়ে আসা দরকার।

কি ধরণের কাপে চা বিক্রি করে

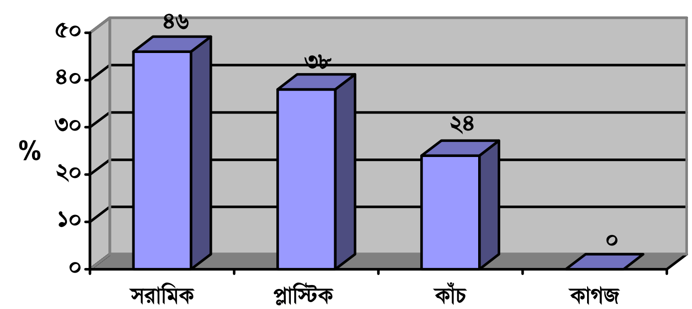

আগে কোন ধরণের কাপে চা বিক্রি করতো

আগে কোন ধরণের কাপে চা বিক্রি করতো এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ২০ জন সিরামিকের কাপে, ১০ জন প্লাস্টিকের কাপে চা বিক্রি করতেন। আবার অনেকের মধ্যে নতুন করে প্লাস্টিকের কাপে চা বিক্রি করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। চা, কফি ওয়ালাদেরকে এখনই প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার করার জন্য তারা নিজেরা যে অর্থনীতিকভাবে ক্ষতির স্বীকার সে সম্পর্কে জানাতে হবে। এর পাশাপাশি ব্যক্তি এবং সামাজিক সংগঠন ও সরকারকে প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে।

আগে কোন ধরনের কাপে চা বিক্রি করতো

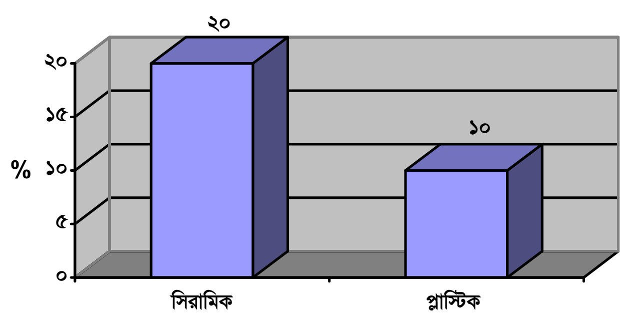

এখন সিরামিকের কাপে চা বিক্রি করেন না কেন

এখন সিরামিকের কাপে চা বিক্রি করেন না কেন এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, অধিকাংশ চা কফি ওয়ালা বলেছেন প্লাস্টিকের কাপে মানুষ খেতে বেশি পছন্দ করেন, প্লাস্টিকের কাপ ছাড়া অনেকে খেতে চায় না। তাছাড়া কাপে বিক্রি করার পর কাপ নেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না এবং প্লাস্টিকের কাপ পরিস্কার করতে হয় না।

দেখা যাচ্ছে যে, কম সময়ে অধিক বিক্রির জন্য তারা প্লাস্টিকের কাপে বিক্রি করে থাকে। কিন্তু বিক্রি কিছুটা বেশি হলেও তাদের লাভের অংশের তেমন কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। কারণ তাদের লাভের একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে কাপ ক্রয় করার জন্য। আসলে এতে করে চা বিক্রেতার কোন লাভ হচ্ছে না, লাভ হচ্ছে প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের।

প্লাস্টিকের কাপে চা বিক্রির জন্য প্রতিদিন কত খরচ হয়

প্লাস্টিকের কাপে চা বিক্রির জন্য প্রতিদিন কত খরচ হয় এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, একজন চা, কফি বিক্রেতার প্লাস্টিক কাপ ব্যবহার করার জন্য প্রতিদিন গড়ে ৫১ টাকা খরচ হয়। এখানে উপার্জনের বড় একটা অংশ চলে যাচ্ছে প্ল-াস্টিকের কাপ ক্রয় করার জন্য। প্রতিদিন সে হয়ত ২০০ থেকে ২৫০ টাকার চা বিক্রি করে। এর মধ্যে শুধুমাত্র কাপের পেছনে ৫০-৬০ টাকা খরচ হয়। তাহলে চা, চিনি, দুধের খরচ বহন করার পর অবশিষ্ট যে টাকা থাকে তা দিয়ে তার সাংসারিক খরচ নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সে যদি সিরামিকের কাপ ব্যবহার করতো এবং তা থেকে যদি প্রতিদিন গড় পড়তা একটি কাপ ভেঙ্গেও যেত তা হলেও তার দিনে ১৫-২০ টাকা খরচ হতো।

৩০-৪০ টাকা বেঁচে যেত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্লাস্টিকের কাপে বিক্রি করার জন্য সে কত কাপ চা বেশি বিক্রি করতে পারে? অতিরিক্ত বিক্রিত চায়ের লাভ দিয়ে কি এই ৩০-৪০ টাকা অতিক্রম করা সম্ভব হয়? যে দিনে গড়ে ১২২ কাপ চা বিক্রি করে সে যদি সিরামিকের কাপে বিক্রি করে তাহলে সেখানে এমন কোন পরিবর্তন আসবে না যা ৩০-৪০ টাকাকে অতিক্রম করতে পারে। সুতরাং প্লাস্টিকের কাপ শুধু পরিবেশ নষ্ট করছে তা নয়। এটি অর্থনৈতিকভাবেও তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

প্লাস্টিকের কাপ ড্রেনে, নদীতে ও জমিতে গিয়ে কি ধরণের ক্ষতি করছে কিনা

প্লাস্টিকের কাপ ড্রেনে, নদীতে ও জমিতে গিয়ে ক্ষতি করছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ৮০ জনের মধ্যে ৫৬ জন বলেছেন ক্ষতি করে, ১৯ , জনের জানা নেই এবং ৫ জন কোন ক্ষতি করে না বলে জানিয়েছেন।

এ সব প্লাস্টিকের কাপ পলিথিনের মতোই প্লাস্টিকের সামগ্রী ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলে দেয়া হচ্ছে এবং তা ড্রেনে গিয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে অচল করে দিচ্ছে। এ সব প্লাস্টিক দ্রব্য নদীতে, পানিতে গিয়ে পানি দূষিত করছে ও মাছের প্রজনন ব্যহত করছে। জমিতে পড়ে মাটির উর্বরা ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলছে ফলে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

এ সব দ্রব্য পরিবেশের উপর যেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে তেমনি জাতীয় অর্থনীতির উপরও প্রভাব ফেলছে ব্যাপক। প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং তার পাশাপাশি প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে করারোপ করতে হবে।

প্লাস্টিকের কাপ ড্রেনে, নদীতে ও জমিতে গিয়ে তি করছে কিনা

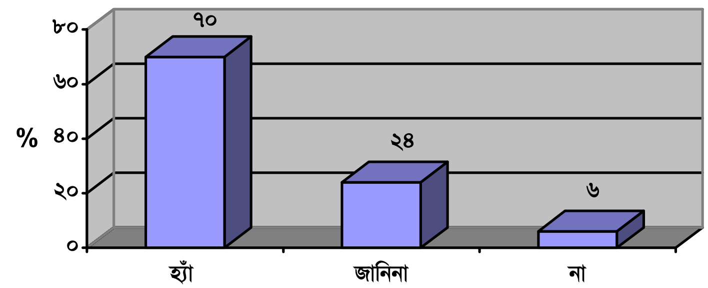

প্লাস্টিকের কাপ কিভাবে ক্ষতি করে

প্লাস্টিকের কাপ পরিবেশের উপর কোন ক্ষতি করছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ৫২ জন পরিবেশের ক্ষতি করছে, ২৪ জন জানা নেই এবং ৪ জন প্লাস্টিকের কাপ কোন ধরনের ক্ষতি করছে না বলে মন্তব্য করেন।

স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৩৬ জন স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে, ৩৯ জনের জানা নেই এবং ৪ জন ক্ষতি করছে না বলে জানিয়েছে।

অর্থনীতিতে কোন প্রভাব ফেলছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায়, ৩৭ জন বলেছেন অর্থনীতির উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে, ৩৮ জন বলেছেন এ বিষয়ে তাদের কিছু জানা নেই এবং ৪ জন বলেছেন প্লাস্টিক দ্রব্য অর্থনীতির উপর ক্ষতিকর কোন প্রভাব ফেলছে না।

উপরের তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় প্লাস্টিক দ্রব্য যে স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সে সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জানে। তারপরও তারা এ সব দ্রব্য ব্যবহার করছে। এর কারণ পরিবেশ নিয়ে মানুষের কোন চিন্তা না থাকা, সরকারি ও সামাজিকভাবে প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহারের উপর কোন বাধা নিষেধ না থাকা। ব্যক্তি, পরিবার ও সামজিকভাবে পরিবেশ নিয়ে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না থাকা। মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে তাৎক্ষনিক সুবিধার মোহ। যার কারণে বাজারে, দোকানে সর্বত্র প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যাপক প্রভাব। পাশাপাশি বিকল্প সামগ্রীর অপ্রতুলতা ।

প্লাস্টিকের কাপ কিভাবে ক্ষতি করে

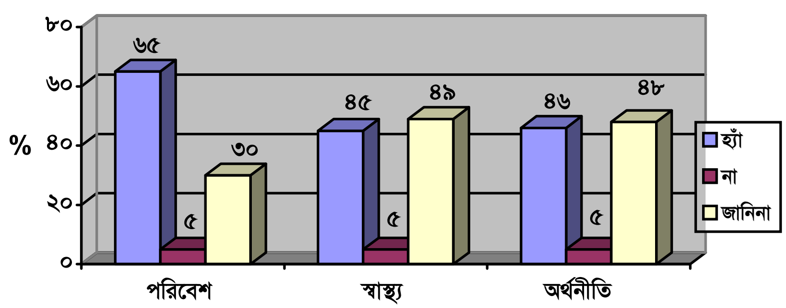

প্লাস্টিকের কাপ যেহেতু পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির ক্ষতি করছে তাহলে এটা ব্যবহার করা উচিত কিনা

প্লাস্টিকের কাপ যেহেতু পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির ক্ষতি করছে সেহেতু এটা ব্যবহার করা উচিত কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ৬৮ জন এটা ব্যবহার করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন, ৬ জন বলেছেন এ বিষয়ে তাদের কিছু জানা নেই এবং ৩ জন বলেছেন এটা ব্যবহার করা যায়।

অধিকাংশ মানুষ প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার করা উচিত নয় বলে মনে করেন। কিন্তু তারপরও এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতার জায়গাটা আরো বেশি সুসংহত করা এবং প্রত্যেকের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে জনগণকে প্লাস্টিকের কাপের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি সরকারিভাবে বিভিন্ন ধরণের সচেতনমূলক প্রচারণা যথাযথ বিকল্প সরবরাহ ও বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে এ সব দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

প্লাস্টিকের কাপ যেহেতু পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির ক্ষতি করছে সেহেতু এটা ব্যবহার করা উচিত কিনা

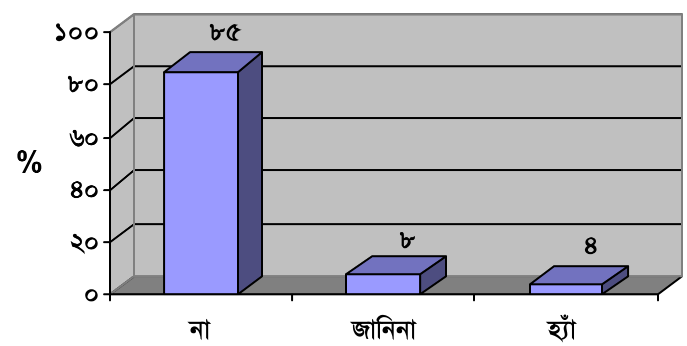

প্লাস্টিকের কাপের ব্যবহার কিভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব

প্লাস্টিকের কাপের ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য কি করা প্রয়োজন এ প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ মানুষ আইন প্রণয়ন, উৎপাদন বন্ধ করা, কাঁচের বা বিকল্প সরবরাহ করে এবং সর্বোপরি জনসাধারণকে সচেতন করার মাধ্যমে প্লাস্টিকের কাপের ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন।

বর্তমানে চা, কফি বিক্রির ক্ষেত্রে আগের তুলনায় প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন অনেকেই সিরামিক ও কাঁচের কাপের পরিবর্তে প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। আবার অনেকেই এখনও সিরামিকের কাপে চা কফি বিক্রি করছে। প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে তাদেরকে এখনই সচেতন করা এবং ব্যক্তি, সামাজিক ও সরকারিভাবে এ সব দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসা দরকার।

আইন বাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র

২০০২ সালের শুরুতে সরকার ঢাকা শহরে এবং মার্চ মাস থেকে সমগ্র দেশে পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ২০০২ নামে অভিহিত আইনে এ বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে।

পলিথিন শপিং ব্যাগ নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধে আমরা যারা কাজ করছিলাম তাদের জন্য এটি একটি বড় ধরনের প্রাপ্তি। কিন্তু আইন প্রণীত হলেই শুধু হবে না, প্রণীত আইন বাস্তবায়িত হতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো প্রণীত আইনটি বাস্ত বায়ন করার জন্য কতটা কন্টকমুক্ত, তা বাস্তবায়িত করার জন্য কে দায়িত্ব পালন করবে তা নির্ধারন হয়েছে কিনা, আইন প্রয়োগ করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কিভাবে দায়িত্ব পালন করবে সে বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করণে যে আইন প্রণীত হয়েছে সেখানে এই বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। সমস্ত দায় দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাঁধে রয়ে গেছে। আর তিনিও সেটি কাঁধে নিয়ে দিনানিপাত করছেন।

পলিথিন ব্যাগ প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ বারবার এ বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব অর্পন করার দাবী জানিয়ে আসছে। প্রণীত আইন সম্পর্কে জনগণ যাতে সুস্পষ্ট ধারণা পায় তার জন্য সরকারি প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালানোর দাবী জানিয়ে আসছে।

পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করণ আইন বাস্তবায়ন করার জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে জনগণ যে সমস্ত ব্যাগ ব্যবহার করবে তার সহজ প্রাপ্যতা ও সহজ লভ্যতা নিশ্চিত করা এবং সে সমস্ত ব্যাগগুলো আকর্ষনীয় করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা। সে ক্ষেত্রেও ব্যাপক ঘাটতি বিরাজমান। এ ঘাটতি পুরণে সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে আরো বেশি দায়িত্ব নিতে হবে।

আমাদের সমস্যা ব্যাপক। যার অনেকগুলি আমরাই সৃষ্টি করছি। এই সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণে অনেক আইনও আমাদের দেশে রয়েছে। কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়নের দীন কারণে সমস্যা সমস্যায় রয়ে গেছে। পলিথিন ব্যাগ নিয়ন্ত্রণে যে আইন প্রণীত হয়েছে সেখানেও যে সে ভাবনা নেই তা নয়। তবে আশার কথা হলো এই যে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পলিথিন ব্যাগ নিয়ে কাজ করছিলেন আইন হওয়ার পর তারা সবাই এখনো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি এবং সরকার পলিথিন ব্যাগের বিকল্প পরিবেশ সহায়ক ব্যাগ তৈরিতে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় স্টাক্স ফোর্স গঠন করছে।

আমরা আশা করছি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যাগ প্রয়োগ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। তবে বর্তমানে যে ধীরগতি লক্ষ্য করা যা"ছ তা আরো গতিশীল হবে এ প্রত্যাশা পরিবেশের যারা সুস্থ্যতা আশা করে তাদের সকলের।

(কেস স্টাডি)

প্লাস্টিকের কাপ ফজলু মিয়ার আয় বাড়াতে পারেনি

অন্যদের দেখাদেখি ফজলু মিয়াও প্লাস্টিকের কাপে চা বিক্রি করতে উৎসাহিত হলো। তার ধারণা যে প্লাস্টিকের কাপে বিক্রি করলে কাপের জন্য তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। সে সময়ে সে অনেক কাপ চা বিক্রি করে ফেলতে পারবে। তাতে তার অনেক লাভ হবে এবং পরিবার নিয়ে স্বাচ্ছন্দে চলতে পারবে।

ফজলু মিয় এখন প্লাস্টিকের কাপে চা বিক্রি করে। কাপের জন্য তাঁকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। ফ্লাক্স থেকে চা ঢেলে দিয়ে পয়সাটা নিয়ে অন্য খদ্দেরের কাছে ছুটে চলে সে এখন। বিরামহীনভাবে পরিশ্রম করে তার বিক্রি বেড়েছে অনেক। কিন্তু তার লাভ বাড়েনি মোটেও।

ফজলু মিয়াকে কাপের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না সত্য। কিন্তু প্রতিকাপ চা এর জন্য অতিরিক্ত ৩০/৪০ পয়সা ব্যয় করতে হয়। তার লাভের গুড় এখন পিপঁড়ায় খায়। আগে তো এক কাপ চা বিক্রি করলে কাপ এবং পয়সার জন্য অপেক্ষা করতে হত। তাতে দু'পায়ে খানিকটা বিশ্রাম পেত। এখন সে বিশ্রামও পায় না আবার লাভও বাড়াতে পারেনি। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিরামিকের কাপেই সে চা বিক্রি করবে। এটা তার দীর্ঘদিনের পুরানো অভ্যাস এবং এতে সে খানিকটা বিশ্রামও পাবে।

আলোচনা

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সংগঠন পলিথিন ব্যাগের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এর ব্যবহার বন্ধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম ও আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। পলিথিন যে জীবন ও পরিবেশের জন্য মারাত্নক ঝূঁকিপূর্ণ সে সম্পর্কে ইতোমধ্যে জনসাধারণের মধ্যে মোটামুটি ধারণা তৈরি হয়েছে। সরকার এটির উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ ঘোষণা করেছে। সরকারি সিদ্ধান্তের পরও এটি পুরোপুরি বন্ধ হয়নি তবে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

পলিথিন উৎপাদনকারী এবং কিছু অসাধু সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিবর্গের অপতৎপরতার কারণে বর্তমানে আবার তা ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় বাজারে ফিরে আসছে। এ অপতৎপরতা ঠেকাতে সরকারের মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা দরকার। পাশাপাশি যে সমস্ত সংগঠন পলিথিনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন তাদেরকে আইন বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

আর একটি জিনিসের প্রতি এ মুহূর্তে দৃষ্টি ফেরানো দরকার তা হলো প্যাকেজিং বা মোড়কীকরণ। বর্তমানে প্লাস্টিকে মোড়ককৃত পণ্য বাজারে ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর পাশাপাশি কোমলপানীয়, মিনারেল ওয়াটার ও তরল জাতীয় দ্রব্যের জন্য প্লাস্টিকের বোতল বা প্লাস্টিকের তৈরি একবার ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন পাত্র বাজার দখল করে ফেলছে (প্লেট, বাটি, কাপ, গ্লাস, বক্স, চামচ ইত্যাদি)।

প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার দিনদিন আমাদের অভ্যস্ততায় পরিণত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে পলিথিন ব্যাগ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরিবেশের যেটুকু উন্নতি সাধিত হয়েছে তা অতি দ্রুত বিনষ্ট হবে। বাজারে বা দোকানে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে জরিপ, পর্যবেক্ষণমূলক জরিপ এবং একান্ত সাক্ষাতকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহার করার ফলে যে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে সে সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সঠিক

কোন ধারণা নেই। দোকানে যে সমস্ত জিনিস ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে তার অধিকাংশই প্লাস্টিকের প্যাকেট বা বোতল দ্বারা মোড়ককৃত। অন্য কোন পাত্রের সুব্যবস্থা সেখানে নেই। একদিকে যেমন জনগণের সচেতনতার জায়গাটি মজবুত না অন্যদিকে বিকল্প পাত্রের সরবরাহও পর্যাপ্ত নয় জনগণ হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাতে করেই বাজার বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

আবার হোটেল, ভ্রাম্যমান রেস্টুরেন্ট ও ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোতে ব্যাপক হারে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের তৈরি প্লেট, বাটি, কাপ, গ্লাস, বক্স, কোকের গ্লাস, ন্যাসক্যাফের কাপ ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে। এগুলোও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি বয়ে আনছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব আরো বেশি ব্যাপক। কারণ পলিথিন ব্যাগ পাতলা এবং অল্প জায়গা দখল করে। কিন্তু প্লাস্টিক দ্রব্য অনেক বেশি জায়গা দখল করে রাখে। কাজেই এর ব্যবহার যদি এখনই নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তবে পরিবেশের জন্য আরো ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসবে।

আমরা একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের তৈরি কাপ, গ্লাস, বাটি, প্লেট ইত্যাদির পরিবর্তে মাটির তৈরি সামগ্রী ব্যবহার করতে পারি। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্লাস্টিক সামগ্রীর পরিবর্তে মাটির তৈরি কাপ, গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার করছে। সেখানে এই মাটির তৈরি কাপের দাম মাত্র ১৩-১৫ পয়সা। আমাদের দেশেও এই শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এখনো এর উৎপাদন ও ব্যবহারে তেমন প্রসারতা লাভ করেনি। সাভার, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সামগ্রী তৈরির উপযোগী মাটিও রয়েছে। প্রথম অবস্থায় হয়ত মাটির তৈরি সামগ্রীর খরচ একটু বেশি পড়বে। কিন্তু ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে এর দাম কমে আসবে।

আমাদের দৈনন্দিন কাজে মাটির তৈরি সামগ্রী ব্যবহার করতে পারি। বিশেষ করে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যদি মাটির তৈরি সামগ্রী ব্যবহৃত হয় তাহলে আমাদের ঐতিহ্য যেমন বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হবে তেমনি দেশের জনসাধারণও এটি ব্যবহারে উৎসাহিত হবে।

এর ফলে দেশের মৃৎশিল্প তার ঐতিহ্য নিয়ে টিকে থাকবে। পাশাপাশি মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত শিল্পীরা আবার তাদের নিজ পেশায় টিকে থাকার আস্থা ফিরে পাবে। যারা অন্য পেশায় চলে গিয়েছিল তারা আবার নিজের পেশায় ফিরে আসবে। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতির উপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। পরিবেশ রক্ষায়ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ধরণের কোমলপানীয় বাজারজাত হচ্ছে। এ সব কোমলপানীয়, জুস, পানি ও তরল জাতীয় দ্রব্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বোতলের ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে পানি এবং কোমলপানীয়র বোতল যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে নিকট ভবিষ্যতে পলিথিনের চেয়ে আরো ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় ডেকে আনবে। এ সমস্ত কোমলপানীয় বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে বিভিন্ন কোম্পানি কাঁচের বোতল ব্যবহার করতো। (যেমন, কোকাকোলা, পেপসি, সেভেন-আপ ইত্যাদি)। কিন্তু বর্তমানে কাচেঁর বোতলের সরবরাহ একেবারেই নেই বললে চলে।

যখন কাঁচের বোতলে করে পানি বা পানীয় বাজারজাত করা হতো তখন কিন্তু জনগণ আগ্রহ সহকারেই তা গ্রহণ করতো। কিন্তু সেই জনগণই এখন আবার প্ল-াস্টিক বোতলজাত পানীয় ব্যবহার করছে। অনেকেই হয়তো প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করতে চান না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঁচের বোতলে পানীয় সরবরাহ পর্যাপ্ত না থাকায় বা কাঁচের বোতলে করে পানীয় বাজারজাত না করায় বা কাঁচের বোতলের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হওয়ায় ক্রেতারা বাধ্য হয়ে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করছে। যা আমাদের পরিবেশের জন্য ডেকে আনছে ভয়াবহ বিপর্যয়।

প্লাস্টিকের দৌড়াত্বে আমাদের দেশের সম্ভাবনাময় একটি শিল্প আজ মৃতপ্রায়। ঢাকার টিকাটুলিতে গড়ে উঠেছিল হরদোও গ্লাস ফ্যাক্টরি যা বিপুল সম্ভাবনা ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা দিয়ে ছিল। প্লাস্টিক দ্রব্যের আগমনে তা

নিঃশেষিত হয়েছে এবং সর্বশেষে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। সমস্ত দেশে যে কাঁচের দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে তার দেশীয়ভাবে একমাত্র উৎস চট্টগ্রামের একটি ফ্যাক্টরি। বাঁকি অধিকাংশ কাঁচের দ্রব্যের উৎস ভারত। অথচ আমাদের সিলেট, পঞ্চগড়সহ অনেক জায়গার মাটি কাঁচ তৈরির জন্য খুবই উপযোগি। অর্থাৎ কাঁচা মালের জন্য অন্যের নির্ভর করে থাকতে হয় না। তাছাড়া কাঁচ শিল্পকে গুরুত্ব দিতে পারলে এর উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত এবং বাজারজাত করণের সাথে সৃষ্ট হবে অনেক মানুষের কর্মসংসংস্থান। যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ধারাকে গতিশীল করবে।

সর্বশেষে এ কথা বলা যেতে পারে যে, প্লাস্টিক দ্রব্যের প্রচলন আমাদের নিজস্ব অনেক সম্ভাবনা ধ্বংস করে দিয়েছে। পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির উপর ফেলেছে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব। তাই এর নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকরী মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পলিথিন ও প্লাস্টিকের বোতলের বিকল্প সামগ্রী যা আম দের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা করবে এবং পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে এ রকম দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করা। তেমনি প্রয়োজন মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানো।

জনসাধারণের মধ্যে আরাম আয়েস ও তাৎক্ষনিকভাবে প্রয়োজন মেটানোর যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে তা পরিবর্তন করা দরকার। দেশের পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির চাকাকে সুর্দঢ় করতে। আমাদের প্রত্যেককেই সাময়িক আরাম আয়েস ত্যাগ করে পলিথিন ও প্লাস্টিক দ্রব্য বর্জন করতে হবে।

সুপারিশমালা ঃ

প্যাকেজিং, প্লাস্টিকের বোতল ও একবার ব্যবহারযোগ্য (কাপ, গ্লাস, প্লেট, বাটি, বক্স, চামচ) দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রচার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমস্যা চিহ্নিত করে তা প্রচারের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরা ও সচেতন করা এবং সরকারিভাবে আইন প্রণয়ন তা বাস্তবায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রেঃ

১. প্লাস্টিক দ্রব্য সামগ্রী নিয়ন্ত্রণে কার্যকর আইন প্রণয়ন করা।
২. প্লাস্টিক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণের মধ্যে প্রচার করা। সে ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যম সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকেই তার স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে জনগণের সামনে সচেতনতামূলক তথ্য উপস্থাপন করা।
৩. প্লাস্টিকের বোতল, কাপ, পানির গ্লাস, প্লেট, বাটি, চামচ, চা, কফির কাপ ও বক্সসহ প্লাস্টিকজাত সামগ্রীর কাচাঁমালের উপর কর বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. কোমলপানীয় ও পানির কাঁচের বোতলে করে বাজারজাত করণে কাঁচের বোতলের উপর শুল্ক কমাতে হবে। প্রয়োজনে ভর্তুকি দিতে হবে।
৫. প্লাস্টিকের বোতল ও ওয়ান টাইম ডিসপোজেবল দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে আনতে বিকল্প কাঁচ, মাটি ও সিরামিকের সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৬. প্লাস্টিকের বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনকারীদের উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনে ভর্তুকি দেওয়া।
৭. বিকল্প সামগ্রীর শুল্কমুক্ত বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান, সহজ শর্তে ঋণ প্রদানসহ অন্যান্য সুবিধা দেওয়া।
৮. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সমন্বয়ে মনিটরিং সেল গঠন করা।

৯. প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরী করা। যে সব পণ্য প্যাকেজিং ছাড়া বিক্রয় সম্ভব সে সব পণ্যের প্যাকেজিং এর উপর বিধি নিষেধ জারি করা।

১০. যে সব প্রতিষ্ঠান পরিবেশের ক্ষতি করছে তাদের উপর অতিরিক্ত কর বসাতে হবে।

১১. বিশেষ বিশেষ কিছু এলাকা প্লাস্টিক ও প্যাকেজিং (প্লাস্টিকের তৈরী কাপ, গ্লাস, প্লেট, বাটি, চামচ, চা, বক্স ও চিপসের প্যাকেট ইত্যাদি) মুক্ত ঘোষণা করা। যেমন-লেক, পার্ক ইত্যাদি। এ সব জায়গায় প্লাস্টিক ও প্যাকেজিং সামগ্রী ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

১২. সরকারি ও রাস্ট্রীয় কর্মসূচিতে প্লাস্টিক সামগ্রী পরিহার করে দেশীয় মাটির, কাঁচের ও সিরামিকের সামগ্রী ব্যবহার করা।

করণীয় ঃ

প্যাকেজিং, প্লাস্টিকের বোতল ও একবার ব্যবহারযোগ্য (কাপ, গ্লাস, প্লেট, বাটি, বক্স, চামচ) দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনসমূহকে এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে।

- ❖ প্যাকেজিং পণ্য, প্লাস্টিকের বোতল ও একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন ও কর আরোপ করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।
- ❖ প্যাকেজিং পণ্য, প্লাস্টিকের বোতল ও একবার ব্যবহার যোগ্য দ্রব্য ব্যবহারের ফলে অর্থনীতির উপর কিভাবে প্রভাব ফেলছে সে সম্পর্কে জনগণ ও সরকারকে অবহিত করা।
- ❖ প্যাকেজিং পণ্য, প্লাস্টিকের বোতল ও একবার ব্যবহার যোগ দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে আনতে সরকারের নীতি নির্ধারকদের পরামর্শ প্রদান ও নীতি নির্ধারণে প্রভাবিত করা।
- ❖ কোমল পানীয় এবং বিশুদ্ধ পানির বোতল ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্লাষ্টিকের বোতলের পরিবর্তে কাঁচের বোতল বা ভালো বিকল্প বোতল ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। সেক্ষেত্রে বিকল্প সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ❖ জনসাধারণকে প্লাস্টিকের দ্রব্য ব্যবহার না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- ❖ প্যাকেজিং ও প্লাস্টিকের বোতল এবং একবার ব্যবহার যোগ্য দ্রব্য (কাপ, গ্লাস, প্লেট, বাটি, বক্স, চামচ ইত্যাদি) পরিবেশের উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে এ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে সংবাদ ও প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- ❖ নিজে, নিজের বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে প্যাকেজিং, প্লাস্টিক জাত দ্রব্য (পানি ও কোমল পানীয় বোতল, পানির গ্লাস, প্লেট, বাটি, চামচ, চা, কফির

কাপ ও বক্স) সহ বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

- ❖ সভা, সেমিনার, বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্লাস্টিকের বোতল, গ্লাস ও প্লেট ব্যবহার না করে পানির বড় জারে পানি রাখা, কাঁচের গ্লাসে পানি দেওয়া ও সিরামিক বা কাঁচের প্লেট ব্যবহার করা এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টার, রেস্টুরেন্ট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।
- ❖ প্যাকেটজাত দ্রব্য ক্রয় করার পরিবর্তে টাটকা খোলা জিনিস ক্রয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি এবং বাজারে যাওয়ার সময় পাত্র নিয়ে যেতে পারি।

উপসংহার

কোন শুভ উদ্যোগই কখনো একবারে বিফলে যায় না। হয়তোবা কখনো কখনো তা দিকভ্রান্ত হয়, সাময়িক সময়ের জন্য বাধাঁগ্রস্ত হয়। পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আন্দোলন করেছে, সরকার পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ ঘোষণা করছে। যদিও তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দীনতার কারণে। এখন আমাদের কাছে আইন রয়েছে, প্রয়োজন তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রয়োগ ব্যবস্থা ও তদারকি।

পলিথিন ব্যাগের পাশাপাশি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহারও নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। কারণ এগুলো যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে তা পরিবেশের জন্য মারাত্নক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পলিথিনের মত এগুলোও নদী-নালা-ড্রেন, খাল-বিল ও মাটিতে মিশে ব্যাপকভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশের উপর যেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে তেমনি অর্থনীতির উপরও এর প্রভাব এসে পড়ছে। সুতরাং প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ আরোপ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

পলিথিন ও প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্তরের মানুষকেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ এটি একক কোন বিষয় নয়। এর প্রভাব যেমন সবার উপর পড়ছে তেমনি এর নিয়ন্ত্রণে সকলের ত্যাগ শিকার অত্যন্ত জরুরী। তারজন্য প্রথমতঃ মানুষের মধ্যে গণসচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন এবং সরকার ও নীতিনির্ধারক মহলের প্রয়োজন একটি সুষ্ঠ আইন প্রণয়ন করা। সকলের ঐক্যবদ্ধ ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আসুন আমরা সকলেই নিজের দায়িত্বটুকু পালন করে পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে সহায়তা করি। সেই সাথে সাথে নিজেদের ভবিষ্যৎ তথা আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলি।

মোড়কীকরণ

মানুষের তার আরাম আয়েসের জন্য প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন জিনিস আবিস্কার করছে। প্রতিদিন আমরা নানা ধরণের কাজকর্ম ও নতুন নতুন জিনিস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। জীবন ধারণকে আরো সহজ ও আরামপদ করে তোলার জন্য অতিমাত্রায় প্যাকেটজাত দ্রব্যের দিকে ঝুঁকে পড়া তারই একটি নিদর্শন মাত্র। এ সব দ্রব্য সাময়িকভাবে সামান্য সুবিধা বয়ে আনলেও জীবন ও পরিবেশের সীমাহীন দুর্গতি বয়ে আনছে।

সরকার ২০০২ সালের মার্চ মাস থেকে সারাদেশে পলিথিন ব্যাগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও প্রকৃত অর্থে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। পাশাপাশি প্লাস্টিক দ্রব্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। প্লাস্টিক বোতলসহ পণ্য মোড়কীকরণে ব্যবহৃত বর্জ্য যত্রতত্র ফেলে দেওয়ায় ড্রেন, নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট হয়ে হচ্ছে, জমিতে পড়ে জমি চাষের অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বাজারে গেলে আমরা দেখতে পাই নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস প্যাকেটের মধ্যে আবদ্ধ। ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা এবং অধিক মুনাফার জন্য এক ধরণের ব্যবসায়ী পণ্য প্যাকেজিং এর মাধ্যমে বাজারজাত করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এ সব পণ্যের মোড়কীকরণ খাদ্য (ফুড গ্রেডেড না হয়) মানসম্পন্ন না। সেক্ষেত্রে মোড়ককৃত পণ্যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দীর্ঘদিন এ সমস্ত মোড়কের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য থাকলে বা রেখে খেলে নানা ধরণের দুরারোগ্য ব্যাধির আশংকা থাকে।

আমরা চাকচিক্য মোড়ক দেখে পণ্যের মান ও পরিমান বিবেচনা না করে ক্রয় করছি। যদি এক প্যাকেট চিপসের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাবো সেখানে কি পরিমান পণ্য আছে এবং তার দাম কত হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে আসলে আমরা পয়সা দিয়ে কি কিনছি।

একটি পণ্য যখন মোড়কে আবদ্ধ করা হয় তখন সে পণ্যটি অনেকদিন পর্যন্ত বাজারে বাজারে অবস্থান করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারিত কোন নমুনা মোড়কের গায়ে থাকে না। যার মাধ্যমে কতদিন পর্যন্ত এটি বাজারে রাখা যাবে এবং ব্যবহার উপযোগী থাকবে তা নির্ধারণ করা যাবে। এ ছাড়া একটি পণ্য যখন মোড়কে বা বোতলে আবদ্ধ করা হয় তখন সেটি কিছু দিন ভালো রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। যা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এর প্রেক্ষিতে একটা জিনিস আমরা সহজেই ধারণা করে নিতে পারি যে প্লাস্টিকজাত বা মোড়কীকরণ দ্রব্য মানেই দীর্ঘদিনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরানো খাবার, বাসি খাবার এবং তার সাথে রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রন রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কি পয়সা দিয়ে এই সমস্ত খাবার খাব ?

এ সব মোড়কে আবদ্ধ পণ্য পরিবেশ, স্বাস্থ্যের ও অর্থনীতির উপর এর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আমরা প্লাস্টিকের তৈরি এসব দ্রব্য একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়ার কারণে আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নোংরা করে তুলছি। নোংরা পরিবেশে বসবাস এবং এসব বাসি, রাসায়নিকযুক্ত খাবার শরীরের উপর মারাত্মক কু-প্রভাব ফেলছে। যা সামগ্রীকভাবে অর্থনীতির চাকাকেও দুর্বল করছে। আসুন আমরা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থযুক্ত প্যাকেজিং ও প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রী বর্জন করে প্রাকৃতিকভাবে তৈরী খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলি এবং পরিবেশ তথা দেশের মঙ্গল বয়ে আনি।

প্লাস্টিকের মোড়ক ও বোতল

বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের জীবনযাত্রা হয়েছে সহজ ও স্বাচ্ছন্দময়। কিন্তু বিজ্ঞানের অপ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আবার কখনো মানব ও জাতীয় জীবনে ডেকে আনে ভয়াবহ বিপর্যয়। আমরা শুধু আমাদের সাময়িক সুবিধা ও আরামের কথা চিন্তা করে প্লাস্টিক সামগ্রীর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করছি। কিন্তু এই সাময়িক সুবিধা আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে ডেকে আনছে মহা বিপর্যয়।

প্রতিনিয়ত আমরা চাকচিক্যময় নতুন নতুন দ্রব্য আকৃষ্ট হয়ে আমাদের পুরানো ভালো অভ্যাসগুলো ত্যাগ করছি এবং আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। কম্পিউটারের যুগে নিত্য নতুন জিনিস আসবে, দেখবো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেগুলো আমাদের ব্যবহার ও অভ্যস্ততায় পরিণত করার সময় ভেবে দেখা দরকার যে, এটা আমাদের জীবন ও পরিবেশের জন্য কতটুকু উপযোগী। কারণ এ পরিবেশে আমরাই বসবাস করবো এবং এটাকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে।

বাজারে গেলে মনে হয় আমরা যেন পলিথিন ও প্লাস্টিকের যুগে বসবাস করছি। অতি সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও প্লাস্টিকের প্যাকেট, প্লাস্টিকের বোতল বা পাত্রে করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। প্লাস্টিক ছাড়া পণ্য নির্ণয় করা যেন কঠিন হয়ে পড়ছে। অথচ আমরা কিছু দিন আগের কথাও যদি চিন্তা করি তাহলে দেখবো আমাদের অভ্যাসের কতটুকু পরিবর্তন এসেছে।

প্লাস্টিক দ্রব্য শুধুমাত্র আমাদের পরিবেশের ও স্বাস্থ্যের উপরই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে তা নয় আমাদের অর্থনীতির উপরও ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলছে। আমরা হরহামেশাই ১২/১৫ টাকা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের কোমলপানীয়, জুস এবং প্যাকেটজাত খাবার ক্রয় করছি। এ সব পণ্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশ টাকা প্লাস্টিক বোতল ও প্যাকেটজাত করার পেছনে। অথচ এই ১৫ টাকা দিয়ে আপনি আধা লিটার দুধ ক্রয় করতে পারেন বা দেশীয় বিভিন্ন ধরণের মৌসুমি টাটকা ফল-মূল কিনতে পারেন। এ সব খাবার যেমন আপনার পুষ্টি ও তৃপ্তি যোগাবে তেমনি পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না।

আমাদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, বিয়ে, সভা, সেমিনার বা জাতীয় অনুষ্ঠানে অপ্রয়োজনে প্লাস্টিক বোতলে পানি ও প্যাকেটজাত খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। এ সমস্ত খাবার প্যাকেটজাত অবস্থায় থাকায় তার গুনাগুন বিচার করার সুযোগ থাকছে না। যে কারণে অনেক সময় নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে। আবার যে সমস্ত প্লাস্টিকে খাদ্য দ্রব্য মোড়ক করা হচ্ছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাদ্যমান সম্পন্ন নয়। যে কারণে মোড়কজাত খাদ্য নষ্ট হচ্ছে এবং পরিত্যাক্ত মোড়ক পরিবেশের উপর ডেকে আনছে মহা বিপর্যয়।

পরিত্যাক্ত প্লাস্টিকের বোতল বা প্যাকেট যত্রতত্র ফেলে দেওয়ায় তা নালা-নর্দমায় গিয়ে পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা অচল করে দিচ্ছে। পুকুরে ও নদীতে গিয়ে পানির স্বাস্থ্য নষ্ট করছে ও মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করছে। জমিতে গিয়ে অক্সিজেনের সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করছে এবং মাটিতে বিভিন্ন অনুজীবের মৃত্যু ঘটাচ্ছে। ফলে মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। যার প্রভাবে দেশের কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আমরা আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে প্লাস্টিকজাত বিভিন্ন পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। যে সব বোতলজাত ও প্যাকেটজাত পণ্য ব্যবহার করছি তার অধিকাংশই একবার ব্যবহার করে ফেলি দিচ্ছি। বিশেষ করে কোমলপানীয়, মিনারেল ওয়াটার বা জুসের বোতল এবং একবার ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন খাবারের প্যাকেট, বক্স, চা, কফি ও পানির গ্লাস ইত্যাদি।

এ সব দ্রব্য খাদ্যমান সম্পন্ন কিনা তা বিচার করার কোন উপায় থাকে না। অধিকাংশ পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের শেষ তারিখ উল্লেখ থাকে না। সে ক্ষেত্রে

মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য গ্রহণ জীবনকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। অথচ বিজ্ঞাপনের দৌরাত্বে আমাদের মধ্যে এক ধরণের ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বোতল ও প্যাকেটজাত পণ্য মানেই ভালো জিনিস। আমাদের এ ধারণা সর্ব ক্ষেত্রে সঠিক না। বরং অনেক ক্ষেত্রে এর বিপরীত অভিজ্ঞতা আমাদের তৈরি হয়েছে।

অর্থাৎ সাময়িক আরাম আয়েসের জন্য আমরা যে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছি তা থেকে রক্ষার জন্য আমাদের এখই কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এ সব পণ্য যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা এবং আমাদের পুরানো যে ভালো অভ্যাসগুলো আমরা বর্জন করছি সেখানে আবার ফিরে যাওয়া দরকার। আমাদের তাৎক্ষনিক ভোগ বিলাসের চিন্তা বাদ দিয়ে এবং অভ্যাস সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব।

প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণে চাই সরকারি পদক্ষেপ

সৈয়দা অনন্যা রহমান

পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টকারী প্লাস্টিকের ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণ কতটা সচেতন তা জানার উদ্দেশ্য নিয়ে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য ঢাকা শহরের কয়েকটি এলাকা বেছে নেওয়া হয়। আমার জন্য নির্ধারিত এলাকা ছিল মতিঝিল, কমলাপুর, মুগদা, গোপীবাগ ও টিকাটুলি এলাকা। জরিপের শুরুতে সংশয় ছিল জরিপটি করতে পারবো কিনা তা নিয়ে। মানুষ আমাকে সহযোগিতা করবে তো ? কিন্তু জরিপের কাজে মাঠে নামার পর অনেক ক্ষেত্রে মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি আবার অনেকের কাছ থেকে তেমন একটি সাড়া পাইনি।

প্রথম দিন ঢাকা শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলে জরিপ করলাম। বিভিন্ন পেশাজীবি জনগণের মধ্যে শুরু হলো জরিপ কাজ। কাজে নামার পূর্বে যে ধারণা ছিল, কাজে নামার পর দেখলাম আমার চিন্তার সাথে বাস্তবের ফারাক তেমন বেশি নয়। কোন কোন মানুষ খুব উৎসাহ নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। আবার অনেকের মাঝে এক ধরণের ক্ষোভ কাজ করছিল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সরকারের দূর্বল পদক্ষেপ নিয়ে।

কারো কারো ভেতর ভীতিকর অবস্থা দেখতে পেলাম। দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে তারা উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করছিল না। একজনের প্রশ্ন ছিল আপা এগুলোর উত্তর দিলে আমাদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই তো। তাদের মনে ভয়, কি বলতে কি বলবো এবং তার ফলাফল কি হবে ইত্যাদি। এর মধ্য দিয়েই তাদের বক্তব্য আইন যেমন আছে, তেমনি আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগ ঘটলে আমি মনে করি প্লাস্টিকের প্রচলন কমানো সম্ভব।

পলিথিন বন্ধের জন্য সরকার প্রাথমিকভাবে যেমন উদ্যোগ নিয়েছিল তেমনি জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। অন্তত প্রকাশ্যে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

জরিপ কার্য পরিচালনা করার সময় আমার যেটা মনে হয়েছে ঢাকা শহরের বেশির ভাগ জনগণ এর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জানে। কিন্তু তাদের মতে ভালো বিকল্প না পেয়ে তারা বাধ্য হয়ে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করছে। তবে জনসাধারণের সাথে কথা বলে এটাও বোঝা গেল বিকল্প হিসেবে ভালো কিছু দিলে তারা তা সাগ্রহে গ্রহণ করবে।

বিভিন্ন কোম্পানি বাজারে প্লাস্টিকের বোতলে করে কোমলপানীয় বাজারে সরবরাহ করছে। পাশাপাশি হয়তো কাঁচের বোতলও পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সব ধরণের পানীয় বোতলে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে ২লিটার বা বড় বোতল কিনতে হলে প্লাস্টিকের বোতলের বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে না।

প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা ও সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শুধু আইন করে তার বাস্তবায়ন করতে না পারলে সেই আইন বাস্তবে কোন সুফল বয়ে আনে না। সরকারিভাবে প্লাস্টিকের উৎপাদন বন্ধ ও কাঁচামাল আমদানি বন্ধ করে প্লাস্টিকের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। অন্যথায় বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ করে আমরা প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণের জন্য যতই চেষ্টা করি বাস্তবে তা কখনোই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর

জিয়াউর রহমান (লিটু)

প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কিনা এর উপর সাধারণ লোকের মধ্যে জরিপ করার জন্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় যাই। এর মধ্যে প্রথম দিন জরিপ করি ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম হিসেবে পরিচিত যাত্রাবাড়ী এলাকায়। প্রথমে খুব কৌতুহল ও উৎসাহের মধ্যে ছিলাম কারণ এটাই ছিল আমার প্রথম জরিপ কাজ। জরিপের শুরুতে সমস্যা হচ্ছিল পরে মানুষের সহযোগীতায় ভাল ভাবেই জরিপ কাজটি শেষ করি। প্রচন্ড গরম আবহাওয়ার মধ্যে জরিপ কাজ করতে হয়েছিল। কিছু লোক বিরক্ত হচ্ছিল তারপরও সহযোগীতা করেছে।

জরিপ করতে গিয়ে একটা জিনিষ উপলব্ধি করেছি যে সকল মানুষের চিন্তা চেতনা এক নয়। অনেকে শুধু তাদের সুবিধার কথা চিন্তা করে। অন্যের বা দেশের ক্ষতির কথা চিন্তাই করে না। প্লাস্টিক দ্রব্য যে বিভিন্নভাবে ক্ষতি করছে সে সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নাই। দেখা গেছে তারা অনেক প্রশ্ন ভয়ে দিচ্ছে আবার অনেকে ভয়ে কথাই বলছে না। অনেকে বলছে প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশের কোন ক্ষতি করে না। বেশীর ভাগ লোকের মতামত তারা হাতের কাছে সহজে প্লাস্টিক বোতলে পানি, তেল, কোমল পানিয় পায়, সেজন্যে তারা প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহার করে।

জরিপ করতে গিয়ে একটি হোটেলে ঢুকলাম, হোটেলের মালিককে দেখলে বুঝা যায় সে খুব কষ্ট করে হোটেলটি চালায়। তাকে আমি বললাম আপনার সাথে প্লাস্টিক দ্রব্য সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চাই। তিনি আমাকে বসতে বললেন, আমি বসলাম এবং যথারীতি তাকে প্রশ্ন করলাম। তিনি আন্তরিকতার সাথেই আমার কথার উত্তর দিলেন। তিনি প্লাস্টিক দ্রব্যের ক্ষতিকর কিছু দিক সম্পর্কে বললেন। কথা বলে মনে হচ্ছিল তিনি খুব বেশী লেখা পড়া জানেন না। তাকে আমি প্রশ্ন করলাম আপনিতো বললেন প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশ, স্বাস্থ্য, অর্থনীতির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে কি ভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে আমাকে একটু বুঝিয়ে

বলবেন। তিনি আমার এই কথা শুনে সাথে সাথে আমাকে তার দোকানে রাখা প্লাস্টিক এর একটি পানির ড্রামের সামনে নিয়ে তার উপরের ঢাকনা খুলে বললেন এটার সামনে আপনার নাকটা নেন, দেখেন এটা বন্ধ থাকার কারণে পানি গন্ধ হয়ে গেছে, এর মধ্যে গ্যাস তৈরী হয়েছে। এই গ্যাস পরিবেশের, স্বাস্থের ক্ষতি করছে, ক্ষতি করছে অর্থনীতির। কিভাবে ক্ষতি করছে জানেন, এই যে দেখেন আমি এই প্লাস্টিকের প্লেটগুলি কম দাম বলে কিনেছি, কিন্তু এগুলি বেশী দিন ব্যবহার করতে পারি না। এগুলো ফেটে যায় কালো দাগ পড়ে যায়। তার কারণে কাষ্টমারের সামনে কয়েকদিন পরে আর দিতে পারি না।

সদর ঘাটে এক ভদ্র লোক বললেন এটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া উচিত। কারণ এটা একবার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয়, এতে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি হচ্ছে। তিনি অরো বলেন দেশের সরকারের উচিৎ কাঁচের বোতলের প্রচলন করা। যে কোন পানির দ্রব্য কাঁচের বোতলে বাজারজাত করার জন্য কোম্পানিগুলোকে পরামর্শ দেয়া। আর তা না হলে পলিথিনের মত আইন করে প্লাস্টিক দ্রব্য বন্ধ করে দেয়া। তাই প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে এবং কাচেঁর বোতলের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

আমাদেরকে প্লাস্টিকের বোতল বা প্লাস্টিক প্যাকেটের পরিবর্তে কাঁচের এবং কাগজের প্যাকেট ব্যবহার করতে হবে। এতে যেমন অর্থনীতির ক্ষতি তেমনি কম, পরিবেশেরও ক্ষতি কম হবে। আমরা নিজেরা যদি প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহার কম করি তা হলে এটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। তাই প্লাস্টিক দ্রব্য সমন্ধে মানুষকে সচেতন করতে হবে তাদের বুঝাতে হবে যে, এটা পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির ক্ষতি করছে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুন্দর একটি বাংলাদেশ উপহার দেয়ার জন্য এই পরিবেশ ধংসকারী প্লাস্টিক দ্রব্যকে ”না” বলতে হবে।

পরিবেশ বাঁচাতে প্লাস্টিকের অপব্যবহার রোধ হোক

মারুফ রহমান

বর্তমানে নানা কারণে বিশ্ব প্রকৃতি মারাত্নকভাবে হুমকির সম্মুখীন। তন্মধ্যে আমাদের অতি প্রিয় এই বাংলাদেশটির অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক। আমাদের জীবন ধারণ প্রক্রিয়াকে সহজ এবং আরামদায়ক করতে গিয়ে ব্যবহারিক জীবনে পরিবেশ দূষণের আনেক উপাত্ত এসে ভীড় করছে-এর মধ্যে প্লাস্টিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারই পরিবেশের উপর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। আর এভাবে চলতে থাকলে এক সময় দেখা যাবে আমরা নানা ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছি অথচ আমাদের পক্ষে সমাধানযোগ্য কোন কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। আর এ অবস্থায় যেন না পড়তে হয় সেজন্যে অনেকেই উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, কি করে পরিবেশের এই বিপর্যয় রোধ করা যায়।

তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান “ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ”। প্রতিষ্ঠানটি মূলত পরিবেশের বিভিন্ন দূষণীয় দিক এবং মানুষের জন্য হুমকিস্বরূপ ক্ষতিকর দিকগুলি রোধকল্পে গবেষণাধর্মী বাস্তবায়নযোগ্য কাজ করে যাচ্ছে।তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিক সামগ্রী কিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সে সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা কি সেটি যাচাইয়ের লক্ষ্যে গত মে ২০০৪ এ একটি জরিপ পরিচালনা করে। আমি এই প্রকল্পের একজন জরিপকারী হিসেবে মৌচাক, মগবাজার, মহাখালী, তেঁজগাও এবং গুলশান এলাকায় দায়িত্ব পালন করি। যতটা সহজে কাজ করতে পারব বলে ধারণা করেছিলাম ঠিক উল্টো পরিস্থিতিতে কাজ করতে হলো। বর্তমানে আমাদের সমাজের অবস্থা এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রতিটি ব্যক্তি স্বাভাবিক কথাপোকথনেও ভীতি অনুভব করে। এর মূলে রয়েছে বর্তমানের অস্থিতিশীল সামাজিক অবস্থা, অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা-যাই হোক এই আলোচনা এখনও বেমানান। যদিও এগুলি বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়।

আমাদের পর্যালোচনার বিষয় হচ্ছে প্লাস্টিকের অপব্যবহার প্রসঙ্গে-জরিপ করতে গিয়ে অধিকাংশ ব্যক্তির কাছেই শুনতে হয়েছে হতাশার সুর-কি হবে এই জরিপ করে। সরকার আইন করে পলিথিন বন্ধ করলো, কিন্তু বর্তমানে বাজারে অহরহ পলিথিন বিরাজমান। অথচ যদি আইনের যথাযথ প্রয়োগ হতো তাহলে পলিথিন বন্ধ করা সম্ভব ছিল। এমনকি অনেক আইনই আছে যেগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগ না হওয়ায় দেশে সন্ত্রাস, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে এই প্লাস্টিক দ্রব্যের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক বিচারে আইন করে বন্ধ করা সম্ভব হবে কি? অধিকাংশ ব্যক্তিই প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে অবগত, যদিও তাদের অভিমত প্লাস্টিকের কিছু সুবিধাও আছে।

তবে প্লাস্টিক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধে তারা সবাই একমত। তাদের অভিমত, প্লাস্টিকের বোতল এবং বিভিন্ন সামগ্রী থেকে ড্রেনেজ সমস্যা হচ্ছে, অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরী হচ্ছে এবং সর্বোপরি আমরা দিন দিন আরও বড় ধরণের সমস্যার দিকে ধাবিত হচ্ছি। সুতরাং প্লাস্টিকের অপব্যবহার রোধ হোক এটা তাদের দাবি। কিন্তু এক্ষেত্রে সবার প্রশ্ন প্লাস্টিকের এই আগ্রাসন কি থামানো যাবে?

অল্প সংখ্যক লোক যারা প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে আমরা কি রকম সমস্যা সৃষ্টি করছি এবং সমস্যায় পড়ছি সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না বললেই চলে। বরং তাদের অভিমত প্লাস্টিক দৈনন্দিন জীবন ধারণ প্রক্রিয়ায় অনেক চাহিদা পূরণ করে এবং বর্তমানে বাজারে প্লাস্টিকের ভালো কোন বিকল্প নেই।

আরেক দল দেখা গেল, যারা আসলে প্লাস্টিক কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে না জানলেও এটি যদি খারাপ হয় সেক্ষেত্রে অচিরেই বন্ধ হোক এটাই তাদের দাবী।

সুতরাং অবস্থা বিশ্লেষণ পূর্বক বলা যায় আমরা যদি আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পণ করি; প্লাস্টিক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ করতে চাই; তাহলে প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে, কেননা সরকারই পারে আইন করে তার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্লাস্টিকের অপব্যবহার রোধ করতে। তারপর যারা প্লাস্টিকের দিকগুলি সম্পর্কে অবগত তাদেরকে হতাশ না হয়ে কিছু দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং যারা প্ল্যাস্টিকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবগত নন তাদেরকে বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে।

সেই সাথে প্লাস্টিকের অপব্যবহার রোধে এগিয়ে আসতে হবে। আর যারা প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারনা রাখেনা অথচ ভাল কিছু পাওয়ার আকাঙ্খা আছে তাদেরকে এর ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে জানানোর ব্যাবস্থা করতে হবে-সেক্ষেত্রে আমরা মিডিয়ার সহযোগিতা নিতে পারি এবং বিভিন্ন ধরণের প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। সবশেষে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার দাবী থাকবে পরিবেশ বাঁচাতে এবং মানব জাতির মঙ্গলার্থে প্লাস্টিকের অপব্যবহার রোধ হোক।